গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ পুলিশ
এন্টি টেররিজম ইউনিট
বাড়ী নং-৩৫, সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ, ব্লক-কে,বারিধারা, ঢাকা-১২১২।
www.atu.police.gov.bd

স্মারক নং- ৯৯/২২

তারিখঃ ০৪ বৈশাখ ১৪২৯ বঙ্গাব্দ
১৭ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

বিষয় : এন্টি টেররিজম ইউনিট কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন "জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)" এর ইসাবা গ্রুপের (সামরিক শাখা) মৃত্যুদণ্ড সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামী গ্রেফতার।

এন্টি টেররিজম ইউনিট (এটিইউ) এর একটি আভিযানিক দল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ১৬ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. তারিখ বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানাধীন নজিপুর এলাকা থেকে নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন "জামায়াতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ (জেএমবি)" এর ০১ জন মৃত্যুদণ্ড সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামীকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত আসামীর নাম -মো: সানোয়ার হোসেন @আ: রউফ (৪৪), পিতা- মৃত এরশাদ আলী, মাতা- মোসা: সায়েরা বেগম, গ্রাম- চাঁদপাড়া, পো:- মল্লিকপুর, উপজেলা- নাচোল, জেলা- চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বর্তমান ঠিকানা: গ্রাম- ছোট চাঁদপুর, পৌরসভা- নজিপুর, থানা- পত্নীতলা, জেলা- নওগাঁ।

এন্টি টেররিজম ইউনিট গঠনের পর থেকেই গোয়েন্দা তথ্যভিত্তিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনার পাশাপাশি পলাতক, সাজাপ্রাপ্ত, সন্ত্রাসী ও জঙ্গি সদস্যদের গ্রেপ্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত বেশ কিছুদিন ধরে এন্টি টেররিজম ইউনিট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার নাচোল থানার মামলা নাম্বার -১৬, তারিখ ২৬/৪/২০১২ এর মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামি সানোয়ার হোসেনের ওপর নজরদারি শুরু করে। এক পর্যায়ে এটিইউ এর একটি চৌকস আভিযানিক দল জানতে পারে যে সানোয়ার হোসেন নওগাঁ জেলার পত্নীতলা থানার ছোট চাঁদপুর এলাকায় আব্দুল্লাহ নামে আত্মগোপন করে আছে। সেখানে সে রাজমিস্ত্রী হিসেবে কাজ করছে ও ভেড়া লালন-পালন করে। এটিইউ সদস্যগণ ১৬ এপ্রিল ২০২২ খ্রি. সন্ধ্যা ০৬.৪০ ঘটিকায় ইসাবা গ্রুপের (সামরিক শাখা) সদস্য সানোয়ার হোসেনকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত মো: সানোয়ার হোসেন ২০০০ সালের পরে শায়খ আব্দুর রহমানের নেতৃত্বে জেএমবির সদস্যভূক্ত হয়। তখন সে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হিসেবে নাচোল ও গোমস্তাপুরে জেএমবির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিল। ২০০৭ সালে ২৯ মার্চ শায়খ আব্দুর রহমানের কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগারে ফাঁসি হলে বেশ কিছুদিন পর মাওলানা সাইদুর রহমান জেএমবির আমীর হয়। পরবর্তীতে তারা তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে এবং তাদের আন্ত:কোন্দলের কারণে ২০১২ সালের ২৬ এপ্রিল জেএমবি'র স্বঘোষিত আমীর সালমানকে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল থানাধীন খুলশী বোরিয়া আমবাগান এলাকায় কৌশলে ডেকে নিয়ে গিয়ে দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন করে হত্যা করে এবং তার মাথা ও দেহ দুই জায়গায় ফেলে দেয়। পরবর্তীতে গ্রেফতারকৃত আ: শাকুর @ শাকুর ও জাহাঙ্গীরের দেয়া তথ্য মতে মহানন্দা নদীর তীর থেকে পুঁতে রাখা সালমানের মাথাটি উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত সানোয়ার হোসেন (৪৪) ১০ বৎসর ধরে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁর বিভিন্ন এলাকায় আত্মগোপনে থেকে পুরাতন জেএমবিকে সক্রিয় করার কাজ করে যাচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে চাঁপাইনবাবগঞ্জের নাচোল থানায় সন্ত্রাস বিরোধী আইন ২০০৯ (সংশোধনী-২০১৩)-এর ৬(২)/৮/৯/১০/১২/১৩ ধারায় এবং দ:বি: ৩০২/২০১/৩৪ ধারায় (মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত) দুটি গ্রেফতারী পরোয়না মূলতবী আছে। তাছাড়া চাঁপাইনবাবগঞ্জের গোমস্তাপুর থানার মামলা-০৫, তারিখ-১২/১১/২০১৪ খ্রি., দ:বি: ১৮৬০ এর ৩৪১/৩৯৯/৩৩২/৩৩৩/৪০২/৩৫৩ ধারায় সে অভিযুক্ত। তার বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। উল্লেখ্য, গত ২৫ নভেম্বর ২০১৯ সোমবার চাঁপাইনবাবগঞ্জের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালত সালমান হত্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত সানোয়ারসহ তিনজনের মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

১৭/০৪/২০২২
(মোহাম্মদ আসলাম খান)
পুলিশ সুপার
(মিডিয়া অ্যান্ড অ্যাওয়ারনেস উইং)
এন্টি টেররিজম ইউনিট,
বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
E-mail: atu.spma@police.gov.bd